যুগান্তর

তারিখ ... 18 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...১...

বিনামূল্যের পাঠ্যবই নিয়ে হযবরল অবস্থা

মুসতাক আহমদ

- প্রাথমিকের বই ছাপা হচ্ছে নিম্নমানের কাগজে
- এখনও বাকি সাড়ে ৪ কোটি

বিনামূল্যে বিতরণের পাঠ্যবই নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে। আর মাত্র কয়েক দিন পরই শুরু হচ্ছে নতুন শিক্ষাবর্ষ। অথচ এখনও প্রায় সাড়ে চার কোটি বই ছাপানো বাকি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব বই ছাপার কাজ শেষ হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে যেসব বই এরই মধ্যে ছেপে বিতরণের জন্য পাঠানো হয়েছে, তার বেশিরভাগের মান ভালো নয়। নিম্নমানের কাগজে ছাপানো হয়েছে এসব বই। সাদা কাগজের পরিবর্তে নিউজপ্রিন্টে বই ছাপানোর অভিযোগ উঠেছে।

বইয়ের মান নিয়ে অভিযোগ পেয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রোববার রাজধানীর বিভিন্ন ছাপাখানায় অভিযান চালিয়ে বইয়ের মান পরীক্ষা করেন। এ সময় বইয়ের মান অটুট রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে বইয়ের মান নিয়ে প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ আসছে বলে জানা গেছে। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি (বাপুস) আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ্যবই মুদ্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) বইয়ের নিম্নমান নিয়ে অভিযোগ করেছে। বাপুস সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটন যুগান্তরকে বলেন, 'এবার অত্যন্ত নিম্নমানের কাগজে বই ছাপা হচ্ছে। ৮০-এর পরিবর্তে ৬০-৬৫ গ্রাম কাগজে বই ছাপা হচ্ছে। আর কাগজের ব্রাইটনেস ৮০ শতাংশ ও ভারজিন পাল্প ৭০ শতাংশ হওয়ার কথা থাকলেও এসবের কিছুই মানা হচ্ছে না। পুরনো কাগজ রিসাইক্লিং করে নতুন বই ছাপানো হচ্ছে। বইয়ে হাত লাগলে লেখা মুছে যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'এ ব্যাপারে এনসিটিবির কাছে অভিযোগ করেও ফল পাওয়া যায়নি।'

জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র পাল যুগান্তরকে বলেন, 'সব বই পাঠাতে পারিনি ঠিক। তবে এ মাসের মধ্যেই পাঠাতে পারব। মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি স্তরের বই ছাপানোর কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। প্রাথমিকের বই নিয়ে সমস্যা শুরু থেকেই ছিল। সময়ক্ষেপণ হয়েছে। এটা নিয়েই আমরা একটু সমস্যায় আছি।' বইয়ের কাগজ আর ছাপার মানের বিষয়ে তিনি বলেন, 'এমন অভিযোগ আমরাও পাচ্ছি। এ নিয়ে অনবরত মিটিং করছি। ছাপার দায়িত্বপ্রাপ্তদের অনেক বোঝাচ্ছি। বলছি, রুচিসম্মত বই দেন। এ বছরটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন। তারপরও আমরা অভিযোগ পাচ্ছি।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, নিম্নমানের কাগজ ও কালিতে বই ছাপার প্রধান কারণ হচ্ছে কম রেটে কাজ নেয়া। প্রতিযোগিতার বাজার থেকে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে হঠাতে একজোট হয়েছিল দেশীয় দরদাতারা। এ কারণে সরকার যে দামে বই ছাপতে চায়, তার চেয়েও প্রায় ১০০ কোটি টাকা কম রেটে কাজ নেয় দেশীয় ২২টি প্রতিষ্ঠান। এ নিয়ে বিশ্বব্যাংকও তখন আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, এত কম দামে মানসম্মত বই ছাপানো সম্ভব

অবস্থা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

অবস্থা : বিনামূল্যের পাঠ্যবই নিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হবে না।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, দেশের বিভিন্ন থানা শিক্ষা কর্মকর্তাকে (টিইও) শুরু থেকেই বইয়ের মানের দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছিল। যে অনুযায়ী দৈনিক বিভিন্ন উপজেলা থেকে বইয়ের মানের ব্যাপারে মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে (ডিপিই) টিইওরা প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন। তাতে বইয়ের মানের বিষয়ে ভয়াবহ তথ্য আসছে। কোথাও থেকে বলা হচ্ছে, নিউজপ্রিন্টে বই ছাপানো হয়েছে। আবার কেউ জানাচ্ছেন ছাপা লেন্টে আছে। বাঁধাইয়ের মান নিয়েও আপত্তি জানাচ্ছেন কোনো কোনো টিইও।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত বৃহস্পতিবার পিআরএল-এ যাওয়ার আগে এসব অভিযোগের কথা নিশ্চিত করে যুগান্তরকে জানান, মন্ত্রণালয়, ডিপিই এবং বিশ্বব্যাংকের কমিটি বইয়ের মান নিয়ে কাজ করছে। এ ব্যাপারে কমিটি খুবই অসন্তুষ্ট। তবে তিনি বলেন, 'আমাদের এ মুহূর্তের প্রধান লক্ষ্য বই পৌঁছানো। তাই আমরা এখন কিছু বলছি না। ছাপার কাজ শেষে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

এনসিটিবি সূত্র জানায়, তাদের মনিটরিং টিম বিভিন্ন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে। কমিটির সদস্যরা ঘুরে এসে যেসব অভিযোগ জানাচ্ছেন তার বেশিরভাগই কাগজ আর ছাপার মান নিয়ে। বই ছাপানোর পর দেখা যাচ্ছে, বইয়ের মলাট সুন্দর দেখালেও ভেতরের পাতা খুবই নিম্নমানের। পাতায় পাতায় নানা ভাঁজ। বিভিন্ন ছবিতে রঙ ছড়ানো-ছিটানো।

এনসিটিবির একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, বইয়ের মান কেমন হবে সে বিষয়ে দরপত্রে বলা হয়েছিল— প্রাথমিকের বইয়ে জিএসএম (গ্রামস পার স্কয়ার মিটার) হবে ৮০ শতাংশ। ব্রাইটনেস (উজ্জ্বলতা) হবে ৮০ শতাংশ। ভারজিন পাল্প থাকবে ৭০ শতাংশ। এ ছাড়া আরও কিছু শর্ত আছে। এসব চাহিদা পূরণ করে বই ছাপানো হলে মান খারাপ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু এখন যে বই ছাপা হচ্ছে সেগুলো এনসিটিবির শর্ত পূরণ করেনি।

ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, এ ধরনের কারসাজি প্রমাণ করার মতো যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে নেই। যেসব যন্ত্র আছে, সেগুলো রিসাইকেলড করা কাগজ আর ভারজিন পাল্পে তৈরি কাগজের মান প্রভেদ করতে পারে না।

বইয়ের মান দেখাশোনার দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট এনসিটিবির একজন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেছেন, যে বই শিশুদের হাতে দেয়ার জন্য পাঠানো হচ্ছে তা ৯০ দিনের বেশি ব্যবহার করতে পারবে না। এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, 'গতবছর আমরা বইয়ের সব বিল দেইনি। পরিস্থিতি খারাপ হলে এবারও হয়তো তাই হবে। কেননা বিশ্বব্যাংককে বোঝানো কঠিন হবে।'

নাম প্রকাশ না করে এনসিটিবি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুটি সূত্র জানায়, প্রাথমিকের বইয়ের মান দেখভালের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কন্টিনেন্টাল নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে। তারা মান যাচাই করে ইতিবাচক প্রতিবেদন দিয়েছে। কিছুদিন আগে প্রেস থেকে বইয়ের নমুনা নিয়ে তা অধিকতর যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠায় এনসিটিবি। তারাও ইতিবাচক প্রতিবেদন দিয়েছে। অথচ বিভিন্ন প্রেসে ছাপা বইয়ের মান খোলা চোখেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এ ব্যাপারে এনসিটিবির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'নিউজপ্রিন্ট কাগজ চেনার জন্য ল্যাবরেটরির প্রয়োজন নেই। মুখে কাগজ নিয়ে ভেজালেই বোঝা যায় তা সাদা না নিউজপ্রিন্ট।' ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, 'কন্টিনেন্টালের কাজে তারা সন্তুষ্ট নন। এনসিটিবিতে এ বছরই এ প্রতিষ্ঠানের শেষ কাজ হবে। তারা আর মান যাচাইয়ের কাজ পাবে না।'

নিম্নমানের কাগজে বই ছাপার ব্যাপারে ২২ প্রতিষ্ঠানের একটির মালিক নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'এনসিটিবি এবার আমাদের কার্যাদেশ দিতে দেরি করেছে। যেদিন কার্যাদেশ দেয়, তার পরদিন ঈদুল আজহার ছুটি শুরু হয়। ঈদের ছুটি মিলিয়ে আমাদের সময় দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী আমরা ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত কাজ করার আইনি এখতিয়ার রাখি। তারপরও আমরা আশা করছি ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বই সব দিতে পারব। সমাজ, বিজ্ঞান এবং ধর্ম বই ১২ জানুয়ারির মধ্যে দেয়ার চেষ্টা করব।' তিনি আরও বলেন, 'মেশিনের কাজ। গায়ের জোরে সম্ভব নয়। এই বিলম্বের জন্য এনসিটিবি দায়ী, মুদ্রণকারীরা নন।'

এখনও সাড়ে ৪ কোটি বই ছাপা হয়নি : শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবছরের মতো আগামী ২ জানুয়ারি শিশুদের হাতে পাঠ্যবই তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ দিনটিকে সরকার পাঠ্যপুস্তক উৎসব হিসেবে পালন করার ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু এবারও সব শিশুর হাতে পুরো সেট বই তুলে দেয়া সম্ভব হবে না বলে আশংকা তৈরি হয়েছে। কারণ এখনও সাড়ে ৪ কোটি বই ছাপা হয়নি।

এনসিটিবি সূত্র জানিয়েছে, সোমবার পর্যন্ত মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরির ৯৮ শতাংশ বই ছাপা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী পেপার মিল্স ১১৯ টন কাগজ দিতে পারেনি। এই কাগজে ২০ লাখ বই ছাপা হওয়ার কথা। কাগজের অভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হাত গুটিয়ে বসে আছে। প্রাথমিকের বই সোমবার পর্যন্ত গেছে মাত্র ৬০ ভাগ। বাকি ৪০ ভাগ বই আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ছেপে উপজেলায় পৌঁছানো যাবে না। প্রাক-প্রাথমিক বা শিশুশ্রেণীর জন্য এবার মোট ৬৬ লাখ বই ছাপানোর কথা। কিন্তু সোমবার পর্যন্ত একটি বইও পাঠানো সম্ভব হয়নি।

তবে বৃহস্পতিবার খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তিন দিনে আরও প্রায় ৫০ লাখ বই পাঠানো হয়েছে। কিছু উপজেলায় পৌঁছে গেছে। কিছু পথে আছে।

এ বিষয়ে এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী সোমবার বলেন, 'সাড়ে ৪ কোটি নয়, ৪ কোটির মতো বই পাঠানো বাকি আছে। তবে যে ক'দিন হাতে রয়েছে তার মধ্যে আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারব। আমরা এখন ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে মুদ্রণকারীদের অনুরোধ করেছি। তারা আমাদের সহায়তা করছেন। তিন শিফটে আমরাও কাজের অগ্রগতি মনিটরিং করছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে রাত ১২টার পর প্রেস পরিদর্শনে যাচ্ছি। তারপরও ২০ ডিসেম্বরের পর কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে যেসব প্রতিষ্ঠান পিছিয়ে থাকবে, তাদের থেকে ২০ শতাংশ কাজ এনসিটিবি কেড়ে নিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছাপানোর ব্যবস্থা করবে।'

উল্লেখ্য, এবার প্রাক-প্রাথমিকে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৩ লাখ ৭৩ হাজার ৩৭৩ জন। বই ছাপানোর কথা রয়েছে ৬৫ লাখ ৭৭ হাজার ১৪২টি। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত চার কোটি ৪৪ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের জন্য ৩৩ কোটি ৩৯ লাখ ৬১ হাজার ৭২৪ কপি বই ছাপা হচ্ছে।